Media Coverage of Dissemination Webinar

COVID-19 Stimulus Packages:

An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability

Date: 29 January 2022 | Saturday | Time: 11 a.m. (Bangladesh Standard Time)

Research and Policy Integration for Development (RAPID) and The Asia Foundation, in collaboration with the Economic Reporters' Forum (ERF), organised a dissemination webinar titled 'COVID-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability' on 29 January 2022, Saturday, at 11 a.m. More than 50 journalists joined the event and major mainstream media outlets covered the event. Following are selected snapshots of the coverage along with selected links to the reports:

Event Snapshot

YouTube Link of the Webinar: https://youtu.be/NjjEg0UkI7A

Channels	Links
Channel 24	https://youtu.be/UlXYK5IiGDI
Independent TV	https://youtu.be/CvQnvg0W7gE

ETV News	https://youtu.be/rX2apeDq_Io
NTV	https://youtu.be/g_oTZlLpj68
Ekattor TV	https://youtu.be/paSbsXGuGnw
Selected English Newspapers	
The Daily Star	https://www.thedailystar.net/business/economy/news/lack-reliable-data-stymies-dev-efforts-experts-2950221
The Financial Express	https://thefinancialexpress.com.bd/national/implementation-of-incentive-package-for-marginal-groups-delayed-due-to-lack-of-authentic-data-1643468567
The Business Standard	https://www.tbsnews.net/economy/industry/assessment-gap-leads-more-covid-stimulus-organised-businesses-363997
The New Age	https://www.newagebd.net/print/article/161308

Report Snapshots

The Daily Star

Lack of reliable data stymies dev efforts: experts

STAR BUSINESS REPORT

The lack of reliable data on poverty, employment and other key economic indicators in Bangladesh undermines the country's efforts to make proactive contributions towards its development, according to speakers at a webinar.

For example, the National Household Database was meant to help streamline the beneficiary selection process for social safety net programmes by gathering socioeconomic data on each household.

The initiative was initially taken up by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in collaboration with the Department of Disaster Management (DDM) in 2013.

The Tk 328 crore project financed by the government and the World Bank was supposed to be complete by 2017 but ultimately saw its deadline pushed back to June 2021, and costs balloon to Tk 727 crore.

After taking four years only to work out the modes of operation, the BBS collected socioeconomic information on 3.5 crore

FROM PAGE B1

households from 64 districts in three phases in 2017 and 2018.

Still though, the database remains incomplete, bringing its relevance into question as the ongoing coronavirus pandemic has rendered these statistics obsolete in the face of dynamic economic changes brought on by Covid-19.

These comments came at a webinar styled, "COVID-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability", organised by The Asia Foundation, Research and Policy Integration for Development (RAPID) and Economic Reporters Forum.

Pointing to how the lack of proper data can thwart any good initiative, speakers said that 50 lakh people were supposed to receive Tk 2,500 per head through mobile financial services to help ride out the crisis.

However, irregularities were detected in the selection of beneficiaries and as a result, the proceedings were suspended, they added.

In addition, the government had announced 28 stimulus packages from March 2020 to December 2021 for various industrial and service sectors to address the coronavirus fallout.

The packages involved a total of Tk 187,679 crore, or about 6.2 per cent of the country's gross domestic product.

Bangladesh's allocation was less compared to other countries in the Asia Pacific region but even so, the implementation of many packages was slow.

"I agree that there is a lack of reliable information and so, we are working sincerely to ensure that the right information is available at the right time," said Planning Minister MA Mannan.

In any emergency situation, the enactment of rapid prevention and recovery measures is crucial, and that is exactly what the government did amid the ongoing coronavirus crisis.

"Of course stimulus funds were disbursed through the banking sector, as was the case in many countries," he said.

And although there may have been difficulties in identifying actual beneficiaries at first, the issues were later resolved, the planning minister added.

Mannan went on to say that despite some mistakes in implementing the stimulus funds, the initiative was much appreciated both at home and abroad.

"In a study by the International Monetary Fund, we are number one when it comes to coping with Covid-19. Maybe it was an opportunity to do better but we did well overall," he said.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of RAPID and director of the Policy Research Institute, said organised groups secured more benefits from the incentive package.

This is especially true for export oriented sectors that can easily reach the ears of local policymakers.

As such, informal micro, small and medium enterprises had little to no access to stimulus funds while it is altogether too late for incentives to reach the struggling tourism sector.

Md Khairuzzaman Mozumder, additional secretary of the Finance Division, said excluding some new programmes, 82 per cent of the incentive package had been implemented till November last year.

"We have seen in one of our studies that 6.79 crore people have benefited from the package while 1 lakh enterprises have benefited," he added.

Md Kawser Ahmed, member (secretary) of the planning ministry's General Economics Division, said they will prepare the National Housing Database within this year.

প্রথম আলো

সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোই প্রণোদনা ঋণ বেশি পেয়েছে

গবেষণা প্রবন্ধের পর্যবেক্ষণ

সরকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছে, যা জিডিপির তুলনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে কম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে তথ্য-উপাত্তের অভাবে সময়োচিত নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে না। একান্তই অনুমান-নির্ভরতা ও অ্যাডহক ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে নীতি। ঠিক এ কারণে কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় যে ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো থেকে সবচেয়ে সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো। আর অনানুষ্ঠানিক খাতের অনেক জায়গায় নীতি-সহায়তা পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। এ পরিস্থিতিতে এখন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

গতকাল শনিবার এশিয়া ফাউন্ডেশন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টেগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) যৌথভাবে আয়োজিত 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব বক্তব্য উঠে আসে।

জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধান অতিথি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য মো. কাওসার আহমেদ, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খায়রুজ্জামান মজুমদার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক মো. নূরুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।

প্রবন্ধে বলা হয়, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা গেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় এসব প্যাকেজের বরাদ্দের পরিমাণ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর তুলনায় কম। প্যাকেজগুলোয় যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা জিডিপির ৬ দশমিক ২ শতাংশ। অথচ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে এ হার আরও অনেক বেশি। যেমন ভুটান ১৮, ভারত ১৬, ফিলিপাইন ৯, পাকিস্তান ৮ ও ভিয়েতনাম ৮ শতাংশ।

বাংলাদেশে প্যাকেজ বাস্তবায়নের গতি ধীর ছিল বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, মোট বরাদ্দের ৮০ শতাংশই ছিল বিভিন্ন ধরনের ঋণসহায়তা। আবার ৫৪ শতাংশ বরাদ্দই বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য। প্যাকেজগুলোতে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের (সিএমএসএমই) জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৭ শতাংশ। আর নগদ ও খাদ্যসহায়তা বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। আবার গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ, কৃষিকাজ যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষি ভর্তুকি—এ তিনটি প্যাকেজের বরাদ্দ করা হয় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যেগুলো প্রণোদনার তালিকায় দেখানোর দরকার ছিল না।

কাদের জন্য এবং কী পরিমাণ প্রণোদনা—এ ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল উল্লেখ করে মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বলেন, মহামারি শুরুর দুই বছর হতে চললেও দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিত করে ২০১৭-১৮ সময়ে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি খানার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হলেও তথ্যভান্ডারটি এখনো তৈরি হয়নি। নীতিসুবিধা কার প্রয়োজনে তা চিহ্নিত করার কাজটি ঠিকভাবে হয়নি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে।

> সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।
>
> **এম এ মান্নান**, পরিকল্পনামন্ত্রী

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, যেকোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটিই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশও তা-ই করেছে। সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যার সমাধান করা।

ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিস্ট নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। তারা যাতে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্রদের পাশে দাঁড়ায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সমস্যা এড়িয়ে প্রশংসা করলেন যাঁরা

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সবার জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বিমা ব্যবস্থা চালু হবে। আর কোভিডকালে অনানুষ্ঠানিক খাতে যাঁরা সুবিধা পাননি, তাঁদের সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে।

র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে এখন কাজ করা দরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা এখন জরুরি।

ইস্টার্ণ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ যেহেতু ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, ফলে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নইলে প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ কমে যেতে পারে।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন বলেন, ব্যাংকগুলো লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছে এবং কম ঝুঁকি বিবেচনা করেই গ্রাহক নির্বাচন করছে।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ বলেন, সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলায় যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়েছে, সেগুলো খুবই সময়োপযোগী।

ইআরএফের সভাপতি শারমিন রিনভীর সভাপতিত্বে সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

THE BUSINESS STANDARD

Assessment gap leads to more Covid stimulus for organised businesses

INDUSTRY – BANGLADESH

TBS REPORT

A lack of sector-wise need assessment let organised business groups including apparel-makers secure more Covid stimulus compared to the country's hard-hit informal sectors and small ventures, said economists.

At a virtual discussion Saturday, they said the business groups were organised enough in reaching the policymakers, while the government could not reach out to the informal sector thanks to its weaker institutional capacity and a lack of data.

"We need to switch to evidence-based capability from policies on guesswork. Weaknesses in institutional capacity can undermine transparency and accountability," Research and Policy Integration for Development (RAPID) Chairman MA Razzaque told the programme jointly organised by Asia Foundation, Economic Research Forum (ERF) and RAPID.

Agreeing over a lack in institutional capacity, Planning Minister MA Mannan told the discussion that the government emphasised prompt disbursement of stimulus instead of need assessment.

"There were some inclusion and exclusion errors at the beginning, but those had been corrected later," said the minister. "When a fire breaks out, you need to pour

I SEE PAGE 2 COL 5

CONTINUED FROM PAGE 1

water hurriedly without wasting time in thinking too much. The government did the same thing."

In the keynote paper, MA Razzaque said the government did not even conduct any impact assessment after beginning the stimulus disbursement in 2020. He said the first package of the stimulus was for staff salaries in export-oriented sectors, while packages for the small and medium enterprises were announced later. However, contractual workers and apprentices in the export-oriented sectors were excluded from the staff salary package.

"The garment sector bounced back quickly with stimulus support. But many in the informal sector remained out of support, while there had been no unemployment protection," he said.

MA Razzaque said, "We have a long-standing weakness in identifying the beneficiaries of social safety programmes. The vulnerability was further compounded when the government announced cash support to 50 lakh families. Some 15 lakh families did not get the support due to a lack of a proper database."

He said showing Tk9,500 crore agri-subsidy in social safety programmes in the national budget was not right. The economist, however, commented that the government's food assistance met with success.

UNDP Country Economist Nazneen Ahmed underscored area-based need assessment in distributing the stimulus, and she said it would also play a crucial role in achieving the sustainable development goals.

Khairuzzaman Mozumder, additional secretary at the Finance Division, told the programme that there are no issues in social safety allocation, rather the targeting is not accurate.

He said there are plans to further expand the social safety net, introducing pensions for all and insurance for workplace accidents.

According to the public official, 60% of the stimulus has been disbursed so far, benefiting 6.79 crore people.

Khorshed Alam, deputy managing director of Eastern Bank, said, "We first gave the loan for a period of one year. Now it has to be extended for another 1-2 years under the direction of the Bangladesh Bank. The impact on the banking sector will be reflected in the balance sheet in the next one to one-and-a-half years." Monowar Hossain, chief financial officer of Agrani Bank, said banks are meeting their stimulus disbursement targets. But they cannot assess whether the right people are getting the loans since risk assessment dictates the lending. The discussion was chaired by ERF President Sharmin Rinvi and moderated by General Secretary SM Rashidul Islam.

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY

COVID STIMULUS PACKAGES

Influential business groups get priority, social safety net neglected: experts

Staff Correspondent

A file photo taken in 2020 shows relief-seekers waiting on a street island near the National Press Club in the capital, Dhaka, as the Covid outbreak pushed the poor to streets to receive food from donors. — New Age photo

INFLUENTIAL business groups, including export-oriented sectors, have got priority, whereas the priority on social safety net was inadequate in the government's stimulus packages announced to tackle the Covid-induced economic fallout, showed an analysis.

Besides, the absence of institutional capacity to identity the poor and distressed people has remained a long-standing problem of the country, it said.

The analysis was presented on Saturday at a webinar titled 'COVID-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability'.

The Asia Foundation (TAF), the Research and Policy Integration for Development (RAPID) and the Economic Reporters' Forum (ERF) jointly organised the webinar.

RAPID chairman Mohammad Abdur Razzaque presented the analysis at the webinar.

The analysis showed that the government spent 1 per cent of the stimulus packages for the expansion of social security allowances.

Of the Tk 1,91,929 crore in stimulus packages, 2 per cent for cash transfer assistance, 1 per cent for food support and 0.5 per cent for honorarium.

Specifying the weakness of institutional capacity to identify the poor, the presentation showed that 3.4 million people received the government transfer benefit through initial target was to disburse the assistance among 5 million people.

It showed that 1.6 million people were excluded from the list due to irregularities in selection.

In many cases, ineligible people were included in the list and eligible were deprived of the cash transfer benefits, Razzaque said.

Of the total package, 86 per cent of the packages was implemented by the way of issuing loans or liquidity support and the rest amount of the packages was included in social safety net benefits.

The country even lost the scope for improving social safety net by taking the advantage of a pandemic, Razzaque said.

Asked about the situation in the other countries, Razzaque said that the cash assistance programmes were the major portion of stimulus packages in most of the other countries in the country.

Speaking about prioritisation, he said that the organised and influential groups got priority in receiving the stimulus packages.

For instance, exporters received the first package and the package for the small and medium entrepreneurs were announced later, he said.

United Nations Development Programme (UNDP) country economist Nazneen Ahmed said that the business entities which were less affected got priority from the banks against the business entities which were affected more.

Eastern Bank Limited deputy managing director M Khurshed Alam echoed Nazneen's views.

Khurshed also raised his concern over a possible jolt in the banking sector in the next two years as a result of policy relaxations, allowing the borrowers to remain regular borrowers with partial payments.

The loans which are regular now may become non-performing in the next two years, he said.

Speaking about the disbursement-related problems, finance ministry additional secretary Md Khairuzzaman Mozumder said, 'There is not leakage in the disbursement process but there is leakage in targeting.'

The impact analysis of the stimulus packages is not done yet, he said, adding that the export earnings and revenue collections of the National Board of Revenue suggested that the government's initiatives had successfully stimulated the country's economy.

General Economics Division member Md Kawser Ahmed said that the government's targeting would be easy, once the Household Income and Expenditure Survey becomes available and it is expected to be finalised by 2022.

Planning minister MA Mannan said that the country had done better in terms of issuing stimulus packages within the shortest possible time.

He admitted the scarcity of data and expressed his doubt over the accuracy of the data available.

ERF president Sharmeen Rinvy chaired the event while ERF general secretary SM Rashidul Islam moderated it.

The Financial Express

Covid stimulus packages

Organised quarters influence distribution process

FE REPORT

Organised quarters and powerful trade bodies influenced the selection process and policy formulation in the allocation and distribution of the stimulus packages meant for the Covid-19 victims, a study revealed on Saturday.

The study found that the government financial assistances for the export-oriented industries, including readymade garments (RMG), and their workers, reached the beneficiaries soon after the pandemic broke out while the recipients in the non-export sectors, including tourism and CMSMEs, received this far later.

"The way financial assistances were provided, one can draw conclusion that organised quarters or influential groups set the priority in getting policy supports for stimulus packages," Dr Mohammad Abdur Razzaque, chairman of RAPID, said while presenting the study findings.

The study also found that despite huge success in managing the pandemic, weak intuitional capacity and lack of informed policy analysis in determining deserving beneficiaries left many without benefits of stimulus packages.

Absence of need assessment and proper targeting process also weakens the transparency mechanism as funds might have been channelted to those who do not even need support, observed the study.

The study findings were made public at a webinar titled 'Covid-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability', organised by Asia Foundation, Research and Policy Integration for Development (RAPID) and Economic Reporters' Forum (ERF).

Speaking as the chief guest, Planning Minister MA Mannan said due to a lack of authentic data the government delayed in allocation and distribution of the stimulus packages for the marginalised groups.

"We need to upgrade the household database accurately so that the government can make quick decisions for implementation of any kind of programme like stimulus and

Continued to page 7 Col. 1

Continued from page 8 col. 3

other development activities," he said.

The government's stimulus packages have certainly had a positive impact; Bangladesh ranked 22nd among the top 53 economies in the world last December and this January, however, it has come down to 29th, he added.

He noted that despite some limitations, Bangladesh has been praised by the world for tackling Covid-19 pandemic and keeping the economy in a positive growth trend.

The minister said that 100 per cent success of the project depended on authentic information of the target group along with accessibility of researchers and relevant people who would work for them.

"Immediate response measures are more important in any emergency or crisis situation for a government than waiting for data collection," MA Mannan said.

He said in the Covid-19 pandemic case, the government has done just that; of course it has been done through the banking sector and other countries in the world have done the same.

"There may have been some misunderstandings at first in identifying who would benefit from this. But later they were fixed. In most cases the beneficiary is properly identified. The main goal of the government is to solve the problem," he added.

Speakers of the webinar opined that incentive packages announced by the government have played a very effective role in tackling the effects of Covid-19 pandemic in the economy and its recovery.

According to them, institutional capacity for effective implementation of crisis management initiatives needs to be enhanced along with reform policy.

Dr Md Kawser Ahmed, member (secretary) of the general economic division of the Planning Commission, and Dr Md Khairuzzaman, additional secretary, ministry of finance, spoke at the function as the special guests.

Sharmeen Rinvy, ERF president, presided over the function while its secretary SM Rashidul Islam, moderated the webinar.

Dr Naznin Ahmed, country economist of UNDP, Nurul Alam, deputy general manager of Bangladesh Bank, Md Anwar Faruk Talukder, executive vice president of DBBL, Dr Abu Eusuf, executive director of RAPID, and Kazi Faisal Bin Seraj, country director of Asia Foundation, among others, spoke.

bdsmile@gmail.com

The Business Post

'Lack of authentic data delays stimulus implementation'

Staff Correspondent

Planning Minister MA Mannan has said there are sometimes delays in implementing the government's stimulus packages and allocations for marginal groups due to a lack of authentic data.

"We need to upgrade the household database accurately so that the government can make quick decisions on implementing any programme, such as stimulus and other development activities," he said.

He said this at a webinar titled "Covid-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability" and organised by the Asia Foundation, Research and Policy Integration for Development (RAPID), and the Economic Reporters' Forum (ERF) on Saturday.

The minister said the complete success of projects depends on authentic information from target groups along with the accessibility of researchers and relevant people who would work with them.

"Immediate response measures are more important to a government in an emergency or crisis situation than waiting for data collection," he said.

He further said the government had done just that in the case of the Covid-19 pandemic. It had of course been done through the banking sector and other countries had done the same, Mannan said.

"There might have been some misunderstanding at first in identifying who would benefit from this, but that was later fixed. In most cases, beneficiaries are properly identified. The government's main goal is to solve the problem," he added.

Other speakers said the government's incentive packages had been extremely effective in combating the effects of the pandemic on the economy and its recovery.

MA Mannan – Rajib Dhar

They said organised business groups had benefited more from incentive packages, though the assistance was essential for informal sectors.

The speakers identified institutional weakness as one of the reasons for that, saying institutional capacity for effective implementation of crisis management initiatives needs to be enhanced along with policy reforms.

Responding to this, the planning minister said there was a shortage of skills both at the government and social levels. "The government has taken various initiatives to address this and regularly monitors progress as well."

RAPID Chairman Dr MA Razzaque said the government's stimulus packages had certainly had a positive impact.

"Bangladesh was ranked 22nd among the top 53 economies in the world. This January, however, it has slipped to 29th position."

He also said despite some limitations, Bangladesh had been praised by the world for tackling Covid-19 and maintaining positive economic growth.

"The organised groups, especially the export sector, have got more benefits. They also have easy access to government policymakers. In comparison, medium, small, and micro enterprises in informal sectors did not get the right benefits. It is too late for the tourism sector to get incentives," he added.

Dr Md Kawser Ahmed, member (secretary) of General Economics Division of the Planning Commission, and Dr Md Khairuzzaman, additional secretary of the finance ministry, spoke at the function as special guests.

Dr Naznin Ahmed, country economist of the United Nations Development Programme, Nurul Alam, deputy general manager of the Bangladesh Bank, Md Anwar Faruk Talukder, executive vice-president of Dutch-Bangla Bank, Dr Abu Eusuf, executive director of RAPID, and Kazi Faisal Bin Seraj, country director of the Asia Foundation, spoke at the programme among others.

Economic Reporters' Forum President Sharmeen Rinvy presided over the function while its Secretary SM Rashidul Islam moderated the webinar.

কালের কণ্ঠ

ইআরএফের সেমিনারে বক্তারা

প্রণোদনায় অগ্রাধিকার পায়নি সামাজিক সুরক্ষা খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

করোনা মহামারিতে দেশের অর্থনীতি সুরক্ষায় সরকারের দেওয়া করোনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চেয়ে সংগঠিত গোষ্ঠী ও প্রভাবশালীদের রপ্তানি ও অরপ্তানি খাত এই সুবিধা বেশি ভোগ করেছে।

গতকাল শনিবার 'কভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তারা এমন মন্তব্য করেছেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই আলোচনাসভার আয়োজন করে।

> সংগঠিত গোষ্ঠী ও প্রভাবশালীরা রপ্তানি ও অরপ্তানি খাতের নীতি ও সুবিধা ভোগ করছেন
>
> **এম এ রাজ্জাক**
> চেয়ারম্যান, র‍্যাপিড

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, করোনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এ ধরনের প্রণোদনা বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

করোনার সময় সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনেক উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, কিছু কাজের অগ্রগতি আরো ভালো হতে পারত। তবে দেশের তথ্য-উপাত্তের অভাব ও ঘাটতি রয়েছে। এর মান নিয়েও অনেক প্রশ্ন আছে। মূল প্রবন্ধে র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক বলেন, আর্থিক প্রণোদনার বণ্টন সামাজিক সুরক্ষা খাতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পায়নি। খাতওয়ারি সাহায্য নিরূপণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব আছে। সংগঠিত গোষ্ঠী ও প্রভাবশালীরা রপ্তানি ও অরপ্তানি খাতের নীতি ও সুবিধা ভোগ করছেন।

এম এ রাজ্জাক বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় সুবিধা দরকার ছিল, তার অনেক জায়গায় তা পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবেলার উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৬

দরকার।

করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতের জন্য সরকার পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। সবার জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বীমাব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নতুবা প্রাতিষ্ঠানিক যে আগ্রহ, সেটা কমে যেতে পারে।

ইউএনডিপির এ দেশীয় অর্থনীতিবিদ নাজনীন আহমেদ বলেন, ব্যাংকের কাছে সেই গ্রাহক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যার ক্ষতি হয়েছে হয়তো ৩০ শতাংশ। যার ক্ষতি হয়েছে ৭০ শতাংশ, তিনি ব্যাংকের কাছে ভালো গ্রাহক নন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, যার ক্ষতি হয়েছে ৭০ শতাংশ, প্রণোদনা তারই বেশি প্রয়োজন। আর প্রণোদনা দেওয়ার সময় বলে দেওয়া হয়েছিল, ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এই প্রণোদনা ঋণ দেওয়া হবে। শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে ছোট, অতি ছোটদের পাশে দাঁড়ানো যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। তবে এই প্যাকেজগুলোকে আরো কার্যকর করা যেত—এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে আলোচনাসভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

সত্যের সন্ধানে নিরীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

আলোচনাসভায় বক্তারা

প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছেন সংগঠিত ব্যবসায়ীরা

যুগান্তর প্রতিবেদন

করোনার প্রভাব মোকাবিলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে এই প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল, এর অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা জরুরি।

শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তারা এমন কথা বলেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনাসভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

আলোচনাসভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম। আলোচনাসভায় জানানো হয়, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এর কয়েকদিন পর ২৫ মার্চ সরকার রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এরপর করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে অর্থের মোট পরিমাণ ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রাবাজারকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণনির্ভর। যদিও অর্থ বিভাগের দাবি, ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমএ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যে কোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশও তাই করেছে। এ কথা সত্য—সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে।

আলোচনাসভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এমএ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন, সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। প্রণোদনা প্যাকেজগুলোয় গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, ফার্ম মেকানাইজেশনের মতো এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাকে করোনার প্রভাব মোকাবিলার সঙ্গে খাপখাওয়ানোটা কঠিন। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, এর প্রভাব খুবই ইতিবাচক। তিনি বলেন, এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব। পাশাপাশি নীতি সুবিধা প্রণয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাব। তিনি বলেন, সরকারের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সবাইকে সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার, তাকে সুবিধাটা আগে দিতে হবে। কিন্তু সুবিভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে তা হচ্ছে না। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে না। যদি নীতি সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে হয়, যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার কাছে সুবিধা পৌঁছাতে হয়, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মানে শুধু কিছু প্রশিক্ষণ নয়। কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন জ্ঞান বা ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনবল বাড়াতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সরকারের লক্ষ্য।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে, তাদের সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে। ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে ছোট, অতি ছোটদের পাশে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণ ঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা এখন জরুরি। এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ বলেন, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে। এখন এই মহামারি ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের বিস্তার হচ্ছে। ফলে পুরো বিশ্বের আর্থসামাজিক খাতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। তবে বাংলাদেশ সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলায় যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়েছে, সেটা খুবই সময়োপযোগী ছিল। যে কারণে আর্থসামাজিক খাতে করোনার প্রভাব যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। তবে এই প্যাকেজগুলোকে আরও কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের সভায় বক্তারা

প্রণোদনার সুবিধা পেয়েছেন সংগঠিত ব্যবসায়ীগোষ্ঠী

■ নীতি সুবিধার সমবণ্টনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : করোনার প্রভাব মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

গতকাল শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

এতে এম এ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যে কোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তাই করেছে। এ কথা সত্য, সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান *–ভোরের কাগজ*

তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ক্ষেত্রে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২ তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রণোনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিতগোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। তিনি বলেন, সরকারের সম্পদেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সবাইকে সুবিধা দেয়া সম্ভব না। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার তাকে সুবিধাটা আগে দিতে হবে। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মানে শুধু কিছু প্রশিক্ষণ নয়। কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন জ্ঞান বা ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনবল বাড়াতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সরকারের লক্ষ্য। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সবার জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বিমা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে তাদের সুবিধা দেয়ার কাজ চলছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নতুবা প্রাতিষ্ঠানিক যে আগ্রহ সেটা কমে যেতে পারে। ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনোমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে ছোট, অতি ছোটদের পাশে যায়। তিনি বলেন, কার কি সুবিধা দরকার সেটি এসডিজি বিষয়ক লোকালাইজেশন কর্মসূচি থেকে সহজে বের হয়ে আসবে। ফলে এসডিজির তথ্যগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণ ঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা এখন জরুরি।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন, এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল

তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ করোনার ক্ষতি কাটিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রেখেছে। তবে নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে সংগঠিত ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালীরা অগ্রাধিকার পেয়েছেন। সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যেও যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তারা আগে পেয়েছেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আর ক্ষুদ্র খাতের অনেকে প্রণোদনা প্যাকেজ বিষয়ে জানেনই না। রয়েছে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি। সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

গতকাল শনিবার 'কভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে এমন মতামত ওঠে আসে। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এতে বলা হয়, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ২৫ মার্চ প্রথমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন-ভাতা দিতে ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর একে একে ২৮টি প্যাকেজের আওতায় মোট এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করা হয়। দেশের মোট জিডিপির যা প্রায় ৬ শতাংশ। এসব প্যাকেজের ৮৫ শতাংশের বেশি ঋণনির্ভর। ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, সমাজের সর্বত্র মান উন্নয়নের দরকার আছে। এ জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সরকার সেটাই করেছে। সেখানে কিছু অসংগতি ছিল। যদিও সবাই একমত যে, প্রণোদনা প্যাকেজ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সুবিধা কারা পাবেন, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে। পরে তা ঠিক করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। আবার যে তথ্য পাওয়া যায়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করেন। সবার জন্য তথ্য অবারিত করার কাজ করা হচ্ছে।

মূল প্রবন্ধে র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তবে সরকারের নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছেন সংগঠিত ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালীরা। বিশেষ করে রপ্তানি খাতের ব্যবসায়ীরা। তুলনামূলকভাবে ছোট উদ্যোক্তারা প্রণোদনার সুবিধা কম পেয়েছেন। অনেকে এ বিষয়ে জানেনই না। এ ছাড়া ঋণ আকারে দেওয়া অর্থকে প্রণোদনা বলা হবে কিনা, এটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আবার প্রণোদনা কাদের আগে দরকার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে সেটা চিহ্নিত করা যায়নি। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে গেলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে না। নীতি সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে হলে যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তার কাছে সুবিধা আগে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, করোনাকালে বিশ্বের যে কয়েকটি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল তার অন্যতম বাংলাদেশ। গত ডিসেম্বরে ৫৩টি দেশের মধ্যে ২২তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। তবে নানা ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে। অনুমাননির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন না করে প্রমাণনির্ভর নীতি সক্ষমতার দিকে যেতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ হওয়া প্রণোদনার টাকায় আগের ঋণ পরিশোধসহ বিভিন্ন অপব্যবহারের তথ্য এসেছে। যে কারণে যাচাই-বাছাই করে ভর্তুকির টাকা দিতে কিছুটা সময় লাগছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হচ্ছে। যারা একটা সুবিধা পাচ্ছেন, আরেকটায় যেন অন্তর্ভুক্ত না হয় সেটা দেখা হচ্ছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের ডিএমডি খোরশেদ আলম সিএমএসএমই খাতের প্রণোদনা বাস্তবায়নে ধীরগতির বিষয়ে বলেন, ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও খোলেনি। ফলে তারা টাকা নিয়ে করবে কী।

ইআরএফ, এশিয়া ফাউন্ডেশন ও র‍্যাপিডের আলোচনায় বক্তারা

- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে
- ✓ দূর করতে হবে নীতি সুবিধা বণ্টনের বৈষম্য

ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মীদের মোটিভেশন দিতে হবে। এ ছাড়া প্রণোদনার ক্ষেত্রে শুধু আর্থিক খাতে নজর না দিয়ে শিক্ষাসহ অন্যান্য যেখানে প্রয়োজন দিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম নূরুল আলম বলেন, প্রণোদনার ঋণ কাদের, কীভাবে দিতে হবে তা নির্ধারিত ছিল। ফলে এখানে রাজনৈতিক প্রভাবের সুযোগ ছিল না।

অগ্রণী ব্যাংকের সিএফও মনোয়ার হোসেন বলেন, প্রণোদনার ঋণের পুরো ঝুঁকি ব্যাংকের ওপর। যে কারণে বিতরণের সময় ব্যাংক দেখেশুনে ঋণ দেবে এটাই স্বাভাবিক।

স্বাগত বক্তব্য দেন এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ। ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

The New Nation
Independent Daily

'Lack of authentic data held back timely implementation of incentive package'

UNB

Planning Minister MA Mannan on Saturday said that lack of credible, authentic data held back the implementation of the government's pandemic stimulus package, delaying allocation for the marginal groups.

"We need to upgrade the household database accurately so that the government can make quick decisions for implementation of any kind of program like stimulus and other development activities," he said.

The minister emphasized that the 100 percent success of the project depended on authentic information on the target group along with accessibility of researchers and relevant people who would work for them.

MA Mannan was speaking in a webinar titled 'COVID-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability', organized by Asia Foundation, Research and Policy Integration for Development (RAPID) and the Economic Reporters' Forum (ERF)

"Immediate response measures are more important in any emergency or crisis situation for a government than waiting for data collection," MA Mannan said.

In the Covid-19 pandemic case, the government has done just that. As in other countries of the world, it has been done through the banking sector.

আজকালের খবর

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের আলোচনা সভায় বক্তারা

প্রণোদনা সুবিধা সংগঠিত ব্যবসায়ীরা বেশি পেয়েছে

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

করোনার প্রভাব মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিলো তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবেলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাাতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

গতকাল শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা ষভায় বক্তারা এমন মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম(ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এমন মান্নান। পরিকল্পনা মন্ত্রীও বক্তাদের মতামতের সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমিত রোগী সনাক্ত হয়। এর কয়েকটি পরেই ২৫ মার্চ সরকার রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য মাত্র দুই শতাংশ সার্ভিস চার্জে পাঁচ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এরপর করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা জড়িত, যা দেশের জিডিপির প্রায় ছয় শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রা বাজার কেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ নির্ভর। যদিও অর্থবিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে। বর্তমানে ৭০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবস্থা নির্ভর। এই প্যাকেজগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কতটা ভুমিকা রেখেছে, সরকারের এই উদ্যোগের ভুমিকা আরও প্রসারিত করার কী করা যেতে পারে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তাদেও ভূমিকা আরও কার্যকর করতে কী করা দরকার, কারা সুবিধা পেয়েছে, যারা পাননি তারা কেন পাননি বা তাদের জন্য কী করা যেতে পারে এসবই ছিলো ওয়েবিনারের আলোচনার বিষয়। এম এ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যেকোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ন। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তাই করেছে। একথা সত্য সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ক্ষেত্রে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২ তম অবস্থানে ছিলেঅ। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯ তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রসংশিত হয়েছে। তবে প্রণোনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষকরে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে সহজে পৌছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামুলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। প্রণোদনা প্যাকেজগুলোতে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, ফার্ম মেকানাইজেশনের মত এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যাকে করোনার প্রভাব মোকাবেলার সঙ্গে খাপখাওয়ানোটা কঠিন। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রভাব খুবই ইতিবাচক। তিনি বলেন, এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব। পাশাপাশি নীতি সুবিধা প্রনয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাব। তিনি বলেন, সরকারের সম্পদেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সবাইকে সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে না। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সকলের জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে। ইষ্টার্ন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নতুবা প্রাতিষ্ঠানিক যে আগ্রহ সেটা কমে যেতে পারে। ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনোমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে ছোট, অতি ছোটদের পাশে দায়। তিনি বলেন, কার কি সুবিধা দরকার সেটি এসডিজি বিষয়ক লোকালাইজেশন কর্মসূচি থেকে সহজে বের হয়ে আসবে। ফলে এসডিজির তথ্যগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণ ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থা এখন জরুরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। তবে এই প্যাকেজগুলোকে আরও কার্যকর করা যেতো কিনা বা আগামীতে এ ধরনের সংকট মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগকে কিভাবে আরও কার্যকর করা যায়, কিভাবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যায় সেসব নিয়ে এখন কাজ করা দরকার। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো দরকার। ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

করোনার প্রভাব মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তারা গতকাল এমন মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনাসভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। পরিকল্পনামন্ত্রীও বক্তাদের মতামতের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়। এর কয়েক দিন পরেই ২৫ মার্চ সরকার রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দিতে মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এর পর করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ শতাংশ মুদ্রা বাজারকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণনির্ভর। যদিও অর্থবিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে। বর্তমানে ৭০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবস্থানির্ভর। এই প্যাকেজগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কতটা ভূমিকা রেখেছে, সরকারের এ উদ্যোগের ভূমিকা আরও প্রসারিত করতে কী করা যেতে পারে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তাদের ভূমিকা, কারা সুবিধা পেয়েছে, যারা পায়নি তারা কেন পায়নি বা তাদের জন্য কী করা যেতে পারে– এসবই ছিল ওয়েবিনারের আলোচনার ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৫

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) বিষয়। এমএ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যে কোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্য দেশেও তাই করেছে। এ কথা সত্য সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এমএ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এ অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। প্রণোদনা প্যাকেজগুলোয় গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, ফার্ম মেকানাইজেশনের মতো এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাকে করোনার প্রভাব মোকাবিলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা কঠিন। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রভাব খুবই ইতিবাচক। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব। পাশাপাশি নীতি সুবিধা প্রণয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাব। তিনি বলেন, সরকারের সম্পদেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সবাইকে সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে না। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার তাকে সুবিধাটা আগে দিতে হবে। কিন্তু সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে তা হচ্ছে না। এ জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে না। যদি নীতি সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে হয়, যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার কাছে সুবিধা পৌঁছাতে হয় তা হলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মানে শুধু কিছু প্রশিক্ষণ নয়। কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন জ্ঞান বা ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনবল বাড়াতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সরকারের লক্ষ্য।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সবার জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বীমাব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে তাদের সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নতুবা প্রাতিষ্ঠানিক যে আগ্রহ সেটা কমে যেতে পারে। ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। এ অবস্থায় অতি ছোটদের পাশে দাঁড়ায় যেন ছোটরা। তিনি বলেন, কার কী সুবিধা দরকার সেটি এসডিজি বিষয়ক লোকালাইজেশন কর্মসূচি থেকে সহজে বের হয়ে আসবে। ফলে এসডিজির তথ্যগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণ ঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা এখন জরুরি।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন বলেন, ব্যাংকগুলো তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছে। কিন্তু সেখানে যার প্রয়োজনীয়তা বেশি, সে সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেটি নিশ্চিত হচ্ছে না। কারণ ব্যাংকগুলো কম ঝুঁকি বিবেচনা করেই গ্রাহক নির্বাচন করছে। যে প্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে আর যে প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানেরই আগে প্রণোদনা পাওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাংক ৩ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তকে গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ বলেন, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে। এখন এই মহামারী ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের বিস্তার হচ্ছে। ফলে পুরো বিশ্বের আর্থসামাজিক খাতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। তবে বাংলাদেশ সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলায় যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়েছে সেটা খুবই সময়োপযোগী ছিল। যে কারণে আর্থসামাজিক খাতে করোনার প্রভাব যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা প্রভাবিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। তবে এই প্যাকেজগুলোকে আরও কার্যকর করা যেত কিনা বা আগামীতে এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়, কীভাবে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যায় সেসব নিয়ে এখন কাজ করা দরকার। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।

প্রণোদনা প্যাকেজ আরও কার্যকর করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে : ওয়েবিনারে বক্তাদের অভিমত

ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ (বাসস) : করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিলো তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবেলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার। প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী।

শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তারা এমন অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‌্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান।

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমিত রোগী সনাক্ত হয়। এরপরে সরকার ২৫ মার্চ রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা জড়িত, যা দেশের মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ ব্যাংক ঋণ নির্ভর। এই প্যাকেজগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কতটা ভূমিকা রেখেছে, সরকারের এই উদ্যোগের ভূমিকা আরও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তাদের ভূমিকা আরও কার্যকর করতে কী করা দরকার, কারা সুবিধা পেয়েছে, যারা পাননি তারা কেন পাননি বা তাদের জন্য কী করা যেতে পারে এসবই ছিলো ওয়েবিনারের আলোচনার বিষয়।

এম এ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যেকোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ন। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। তিনি বলেন, প্রণোদনার সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সিঠকভাবে চিহ্নিত করা গেছে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‌্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২ তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯ তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রসংশিত হয়েছে। তবে প্রণোদার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে সহজে পৌছানোর সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, তুলনামুলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান প্রণোদনার সুবিধা ঠিকভাবে পায়নি। নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রভাব খুবই ইতিবাচক।

এম এ রাজ্জাক বলেন, সরকারের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সবাইকে সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার তাকে সুবিধাটা আগে দিতে হবে। কিন্তু সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার কারণে তা হচ্ছে না। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে না। যদি নীতি সুবিধা বন্টনে বৈষম্য দূর করতে হয়, যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার কাছে সুবিধা পৌছাতে হয়, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মানে কেবল কিছু প্রশিক্ষণ নয়। কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন জ্ঞান বা ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা এবং জনবল বাড়াতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. কাওসার আহমেদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামুলক কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলো যথার্থভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আরও অন্তর্ভূক্তিমুলক করা সরকারের লক্ষ্য।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সকলের জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার কাজ চলছে।

ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনোমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি বলেন, কার কি সুবিধা দরকার সেটি এসডিজি বিষয়ক লোকালাইজেশন কর্মসূচি থেকে সহজে বের হয়ে আসবে। ফলে এসডিজির তথ্যগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম বলেন, ঋণ ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থা এখন জরুরি।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ বলেন, করোনার কারণে বিশ"ব্যাপি খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে। এখন এই মহামারী ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের বিস্তার হচ্ছে। ফলে পুরো বিশে"র আর্থ-সামাজিক খাতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। তবে বাংলাদেশ সরকার করোনার প্রভাব মোকাবেলায় যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়েছে সেটা খুবই সময়োপযোগি ছিলো। যে কারণে আর্থ-সামাজিক খাতে করোনার প্রভাব যতটা আশংকা করা হয়েছিলো, ততটা প্রভাবিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‌্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসূফ বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহজ হয়েছে। তবে এই প্যাকেজগুলোকে আরও কার্যকর করা যেতো কিনা বা আগামীতে এ ধরনের সংকট মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগকে কিভাবে আরও কার্যকর করা যায়, কিভাবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যায় সেসব নিয়ে এখন কাজ করা দরকার। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইষ্টার্ন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বক্তব্য রাখেন।

দেশ রূপান্তর

প্রণোদনা ঋণ বেশি গেছে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর কাছে

এশিয়া ফাউন্ডেশন ইআরএফ-র‍্যাপিডের ওয়েবিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনার প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই সেসব জায়গায় এই সুবিধা পৌঁছায়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনতে হবে। গতকাল শনিবার 'কভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ: প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এমন মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট-র‍্যাপিড যৌথভাবে ভার্চুয়াল এ সভার আয়োজন করে।

দেশে করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার। এসব প্যাকেজের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা ছাড়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। সভার আলোচকরা বলেছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রা বাজারকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণনির্ভর। যদিও অর্থ বিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে। বর্তমানে ৭০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবস্থানির্ভর।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'একথা সত্য– সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ছিল তা সমাধান করা হয়েছে।'

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক বলেন, বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। এ খাতের উদ্যোক্তাদের পক্ষে সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। প্রণোদনা প্যাকেজগুলোতে গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ, ফার্ম মেকানাইজেশনের মতো এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাকে করোনার প্রভাব মোকাবিলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন।

ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে আরও বক্তব্য দেন এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক এম আবু ইউসুফ, ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ প্রমুখ। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের আলোচনা সভায় বক্তারা

যাদের বেশি দরকার ছিল তারাই পায়নি প্রণোদনা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনার প্রভাব মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সঙ্কট মোকাবিলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এমন মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। পরিকল্পনামন্ত্রীও বক্তাদের মতামতের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।

'সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী'

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়। এর কয়েকদিন পরই ২৫ মার্চ সরকার রফতানি খাতের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এরপর করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা জড়িত, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রা বাজারকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণনির্ভর। যদিও অর্থ বিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে। বর্তমানে ৭০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবস্থানির্ভর। এই প্যাকেজগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কতটা ভূমিকা রেখেছে, সরকারের এ উদ্যোগের ভূমিকা আরও প্রসারিত করতে কী করা যেতে পারে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তাদের ভূমিকা আরও কার্যকর করতে কী করা দরকার, কারা সুবিধা পেয়েছে, যারা পাননি তারা কেন পাননি বা তাদের জন্য কী করা যেতে পারে এসবই ছিল ওয়েবিনারের আলোচনার বিষয়।

এম এ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যেকোনো জরুরি বা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশও তাই করেছে। এ কথা সত্য, সুবিধা কারা পাবে, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রণোদনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রফতানি খাত। যাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি। প্রণোদনা প্যাকেজগুলোতে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, ফার্ম মেকানাইজেশনের মতো এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাকে করোনার প্রভাব মোকাবিলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা কঠিন। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রভাব খুবই ইতিবাচক।

আমাদের অর্থনীতি

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের আলোচনা

প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধা সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বেশি পেয়েছে

রাশিদ রিয়াজ : নীতি সুবিধার সমবন্টনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন বক্তরা। তারা বলেছেন, করোনার প্রভাব মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায় গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিলো তার অনেক ক্ষেত্রেই পৌছায়নি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবেলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ব্যাতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

শনিবার 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ : প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এমন মতামত দিয়েছেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম(ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এমন মান্নান। পরিকল্পনা মন্ত্রী ও বক্তাদের মতামতের সঙ্গে ঐকমত প্রকাশ করেছেন।

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমিত রোগী সনাক্ত হয়। এর কয়েকটি পরেই ২৫ মার্চ সরকার রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৫ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এরপর করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা জড়িত, যা দেশের জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রা বাজার কেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ নির্ভর। যদিও অর্থবিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে।

শেয়ার বিজ

এশিয়া ফাউন্ডেশন-ইআরএফ-র‍্যাপিডের আলোচনা সভায় বক্তারা

প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কভিডের প্রভাব মোকাবিলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। অনানুষ্ঠানিক খাতের যেসব জায়গায় এ সুবিধা দরকার ছিল, তার অনেক ক্ষেত্রেই এ সুবিধা পৌঁছেনি। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। ফলে সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সংস্কার আনা দরকার।

'কভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ: প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় গতকাল বক্তারা এমন মতামত দেন। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড যৌথভাবে অনলাইনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমন মান্নান। পরিকল্পনামন্ত্রীও বক্তাদের মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম কভিড সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়। এর কয়েকদিন পরেই ২৫ মার্চ সরকার রপ্তানি খাতের কর্মীদের বেতন দেয়ার জন্য মাত্র দুই শতাংশ সার্ভিস চার্জে পাঁচ হাজার টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করে। এরপর কভিডের প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের জন্য পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এসব প্যাকেজে এক লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা জড়িত, যা দেশের জিডিপির প্রায় ছয় শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্যাকেজের ৮৫ ভাগ মুদ্রা বাজারকেন্দ্রিক অর্থাৎ ব্যাংক ঋণনির্ভর। যদিও অর্থবিভাগের দাবি ঘোষিত প্যাকেজে সরকারের বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়ছে। বর্তমানে ৭০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবস্থানির্ভর। এই প্যাকেজগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কতটা ভূমিকা রেখেছে, সরকারের এ উদ্যোগের ভূমিকা আরও প্রসারিত করার জন্য কী করা যেতে পারে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তাদের ভূমিকা আরও কার্যকর করতে কী করা দরকার, কারা সুবিধা পেয়েছে, যারা পাননি তারা কেন পাননি বা তাদের জন্য কী করা যেতে পারে এসবই ছিল ওয়েবিনারের আলোচনার বিষয়।

এম এ মান্নান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, যে কোনো জরুরি বা সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিরোধ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কভিডের ক্ষেত্রে সরকার সেটাই করেছে। অবশ্যই ব্যাংক খাতের মাধ্যমে করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশও তাই করেছে। এ কথা সত্যি, সুবিধা কারা পাবেন, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। তবে পরে সেগুলো ঠিক করা হয়েছে সুবিধাভোগী সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ক্ষেত্রে। সরকারের মূল লক্ষ্য সমস্যা সমাধান করা।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. এমএ রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির ৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ গত ডিসেম্বরে ২২তম অবস্থানে ছিল। চলতি জানুয়ারিতে যদিও তা কিছুটা অবনতি হয়ে ২৯তম হয়েছে। এই অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের উদ্যোগগুলো কতটা প্রভাবিত করছে। সেই বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রসংশিত হয়েছে। তবে প্রণোনার সুবিধা বেশি পেয়েছে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিশেষ করে রপ্তানি খাত। যাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তা ঠিকভাবে পায়নি। পর্যটন খাতে প্রণোদনা পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছে। দুস্থদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এই নীতি সুবিধা কার প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করার কাজটিও ঠিকভাবে হয়নি।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খায়রুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সবার জন্য পেনশন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার জন্য বিমা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা সুবিধা পায়নি বা সমস্যায় রয়েছে তাদের সুবিধা দেয়ার কাজ চলছে।

ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের বড় অংশ ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনে একটি উদ্যোগ থাকা দরকার। নতুবা প্রাতিষ্ঠানিক যে আগ্রহ সেটা কমে যেতে পারে।

ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, শুধু সক্ষমতা বাড়ালে হবে না, প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে ছোট, অতি ছোটদের পাশে দায়। তিনি বলেন, কার কি সুবিধা দরকার সেটি এসডিজিবিষয়ক লোকালাইজেশন কর্মসূচি থেকে সহজে বের হয়ে আসবে। ফলে এসডিজির তথ্যগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন বলেন, ব্যাংকগুলো তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছে। কিন্তু সেখানে যার প্রয়োজনীয়তা বেশি, সে সুবিধা পাচ্ছে কি না—সেটি নিশ্চিত হচ্ছে না। কারণ ব্যাংকগুলো কম ঝুঁকি বিবেচনা করেই গ্রাহক নির্বাচন করছে।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ বলেন, কভিডের কারণে বিশ্বব্যাপী খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। তবে বাংলাদেশ সরকার কভিডের প্রভাব মোকাবিলায় যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়েছে সেটা খুবই সময়োপযোগী ছিল। যে কারণে আর্থ-সামাজিক খাতে কভিডের প্রভাব যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা প্রভাবিত হয়নি।

ইআরএফ সভাপতি শারমীন রিনভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।